সংকলনে

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা (এম, এ)

মুহাম্মদ গোলাম এলাহী

সহযোগিতায়

হাফেয মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ

ইমাম, কাঁটাবন মসজিদ, ঢাকা

নির্বাচিত কুরআন-হাদীস সংকলন

amarboi.org

সূচিপত্র

- ❖ ঈমান ৫
- ❖ নামায ৭
- ❖ রোযা ১০
- ❖ যাকাত ১২
- ❖ মুমিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৪
- ❖ প্রথম দফা: দাওয়াত ১৫
- ❖ দ্বিতীয় দফা: সংগঠন ১৭
- ❖ তৃতীয় দফা: প্রশিক্ষণ ১৯
- ❖ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যা ২২
- ❖ ইসলামী বিপ্লব/ জিহাদ ২৩
- ❖ ত্যাগ/কুরবানী/পরীক্ষা ২৫
- ❖ পর্দা ২৭
- ❖ তাকওয়া ২৯
- ❖ আনুগত্য ৩১
- ❖ বাইয়াত ৩৩
- ❖ মুমিনের গুণাবলী ৩৫
- ❖ গীবত ৩৭
- ❖ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়/বায়তুলমাল ৩৮
- ❖ আখেরাত ৪০
- ❖ জান্নাত ৪২
- ❖ জাহান্নাম ৪৪
- ❖ ব্যক্তিগত রিপোর্ট ৪৬
- ❖ আত্মসমালোচনা ৪৭

amarboi.org

amarboi.org

ঈমান

কুরআন

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْ نَ بِالْغِيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

উচ্চারণ: হুদাললিন মুত্তাকীন, আল্লাযীনা ইউমিনূনা বিলগাইবি ওয়া ইউকীমূনাছ ছালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকূন। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনূনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়া মা উনযিলা মিন কাবলিকা ওয়া বিলআখিরাতি হুম ইউকিনূন।

(১) (আল কুরআন) সেইসব মুত্তাকীর জন্য হেদায়েত (পথ নির্দেশ), যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে (নবীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছিলো তাতেও ঈমান আনে ও পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল-বাকারা : ২-৪)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ادْخُلُوْا فِىْ السِلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوْتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ ـ

উচ্চারণ: ইয়াআউহাল্লাযীনা আমানুদখুলূ ফিসসিলামি কাফফাতান ওয়া লা তাত্তাবিয়ূ খুতুওয়াতিশ শাইতানি ইন্নাহূ লাকুম আদুওউম মুবীন।
(২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা আল-বাকারা: ২০৮)

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الأٰخِرِ وَعَمِلَ صَلٰحًا فَلَهُمْ اجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

উচ্চারণ: মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ওয়াওমিল ওয়া আমিলা ছালিহান ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম ওয়া লা খাওফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহযানূন।

(৩) যারা ঈমান আল্লাহ ও পরকালে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষে থেকে মহাপুরষ্কার এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা আল-বাকারা: ৬২)

فَمَنْ يُكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَانْفِصَامَ لَهَا ـ

উচ্চারণ: ফামাই ইয়াকফুর বিত্তাগূতি ওয়া ইউমিন বিল্লাহি ফাকাদিসতামসাকা বিলউরওয়াতিল উছকা লানফিছামা লাহা।

(৪) অত:পর যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রজ্জু ধারণ কর যা কখনো ছিঁড়বার নয়। (সূরা বাকারা: ২৫৬)

فَاٰمِنُوْ بِاللهِ وَرَسُلِه وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

উচ্চারণ: ফাআমিন বিল্লাহি ওয়া রুসূলিহী ওয়া ইন তুমিনূ ওয়া তাত্তাকূ ফালাকুম আজরুন আযীম।

amarboi.org

(৫) অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরষ্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)

اِنَّمَا الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه ـ

উচ্চারণ: ইন্নামাল মুমিনূনাল্লাযীনা আমানূ বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী। (৬) মুমিন মূলত তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (সূরা নূর: ৬২)

হাদীস

1. عَنْ عَمَروِبْنِ عَبَسَةُ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ (صلعم) مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ـ (مسلم)

(১) হযরত আমর বিন আবাসা (রা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? জবাবে তিনি বলেলেন, ছবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা), নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান। (মুসলিম)

2. عن عباس (رض) قال قال رسول الله (صلعم) ذاق طعم الايمان من رضى بالله رباوبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ـ (بخارى ومسلم)

(২) হযরত আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ কে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল হিসেবে কবুল করেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

عنْ انس (رض) عن النبى (صلعم) قال لايُومن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه ـ (بخارى و مسلم)

(৩) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)

নামায

কুরআন

واقم الصلوة ـ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ـ (عنكبوت ـ 45)

উচ্চারণ: ওয়া আকিমিছ ছালাতা, ইন্নাছ ছালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ী ওয়াল মুনকার।

(১) নামায কায়েম কর। নি:সন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

واقيمو الصلوة واتو الزكوة واركعوا مع الركعين ـ (بقرة : 43)

উচ্চারণ: ওয়া আকীমুছ ছালাতা ওয়া আতুয যাকাতা ওয়ারকায়ূ মাআ'র রাকিঈন।

(২) নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর। (সূরা বাকারা: ৪৩)

amarboi.org

(২) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সালাতের প্রথম সময় (অর্থ্যাৎ প্রথম ওয়াক্তে আদায়) হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ এবং শেষ সময় (সালাত আদায়) হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা (অর্থ্যাৎ এতে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, গুনাহ থেকে বাঁচা যায় মাত্র। (তিরমিযী)

রোযা

কুরআন

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - (بقرة :185)

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ কুতিবা আ'লাইকুমুছ ছিয়ামু কামা কুতিবা আ'লাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম লাআ'ল্লাকুম তাত্তাকূন। (১) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাওকয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে। (সূরা বাকারা: ১৮৩)

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - (بقرة : 185)

উচ্চারণ: ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা ফালাইয়াছুমহু, ওয়া মান কানা মারীদান আও আ'লা সাফারিন ফাঈ'দ্দাতুম মিন আইয়ামিন উখর। (২) আজ হতে যে বেক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেহ অসুস্থ হয় কিংবাপ ভ্রমণ কার্যে

واستعينوا بالصبر والصلوة - وانها لكبيرة الا على الخشعين - (بقرة : 45)

উচ্চারণ: ওয়াসতাঈনূ বিছবরি ওয়াছালাতি, ওয়া ইন্নাহা লাকাবিরাতুন ইল্লা আআলাল খশিঈন।

(৩) তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও।নামায নি:সন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়। (সূরা বাকারা : ৪৫)

আরো দেখুন: সূরা মাউন : ৪-৫, সূরা বাকারা: ১১০, ২৩৮ সূরা তাওবা : ৫, ১১, ৭৭ সূরা মায়েদা: ১২, ৫৫, সূরা হজ্জ: ৪১, সূরা মরিয়ম: ৩১, ৫৫, সূরা আম্বিয়া: ৭৩)

হাদীস

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة اثقال على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا - (بخاري - مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (সা) বলেছেন, মোনাফিকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কোন ভারী সালাত নেই। যদি তারা জানতো তারে মধ্যে কি আছে তাহলে তার জন্য হামাগুড়ি দিয়েও আসতো। (বুখারী, মুসলিম)

عن ابى عمر قال قال رسول الله (ص) الوقت الاول من الصلوة رضوان الله والوقت الاخر عفو الله - (ترمذي)

amarboi.org

amarboi.org

ব্যস্ত থাকে তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযা পূর্ণ করে নেয়। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

احل لكم ليكة الصيام الرفث الى نسآيكم ـ هن لباس لكم وانتم لباس لهن ـ (بقرة : 187)

উচ্চারণ: উহিল্লা লাকুম লাইলাতাছ ছিয়ামির রাফাছু ইয়া নিসায়িকুম, হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল্লাহুন্না।

(৩) রোযার সময় রাত্রি বেলা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পক্ষে পোশাকস্বরূপ আর তোমাদেরও তাদের জন্য পোশাকরূপ। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

আরো দেখুন: সূরা বাকারা: ১৮৪, ১৮৬ আয়াত)

হাদীস

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (صلعم) من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاخة فى ان يدع طعامه وشرابه ـ (بخاري ـ مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলো না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (صلعم) من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ـ (بخارى ـ مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ঈমান ও (হিসাব নিকাশের) চেতনাসহ রোযা রাখবে তার পূর্বের সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (صلعم) من مات وعليه صيام صام عنه وليه ـ (بخاري ـ مسلم)

(৩) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেছে আর ফরয রোযা তার উপর (কাযা) আছে, তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা (কাযা) আদায় করবে। (বুখারী, মুসলিম)

হজ্জ

কুরআন

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ـ ومن كفر فان الله غنى عن العلمين ـ (ال عمران : 97)

উচ্চারণ: ওয়া লিল্লাহি আ'লান্নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিসতাতআ ইলাইহি সাবিলান, ওয়া মান কাফরা ফাইন্নাল্লাহা গানিয়্যি আ'নিল আ'লামীন।

(১) মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরীর আচরণ করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)

الحج اشهر معلومت ـ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج ـ (بقرة : 197)

amarboi.org

amarboi.org

উচ্চারণ: আলহাজ্জু আশহুরুম মালূমাত, ফামান ফারদা ফিরহিন্নাল হাজ্জা ফালা রাফাছা ওয়া লা ফুসূকা ওয় লা জিদালা ফিলহাজ।

(২) হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়্যত করবে তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ কোন জেনা-ব্যভিচার, কোন রকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। (সূরা বাকারা : ১৯৭)

واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق - (حج : 27)

উচ্চারণ: ওয়া আযাযিন ফিন্নাসি বিলহাজ্জি ইয়া'তূকা রিজালাও ওয়া আ'লা কুল্লি দামিরিন ইয়া'তিনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আ'মীক।

(৩) আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমাদের নিকট দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেটে ও উটের উপর সওয়ার হয়ে আসবে। (সূরা হজ্জ: ২৭)

আরো দেখুন: সূরা বাকারা: ১৫৮, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৭, সূরা মায়িদা: ১, ৯৫, সূরা হজ্জ: ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩।

হাদীস

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (صلعم) من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجل كيوم ولدته امه - (بخاري - مسلم)

(১) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে বেক্তি কামনা-বাসনা (স্ত্রী সংঙ্গম ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার্থে হজ্জ কার্য সমাধা করবে যে যেনো মার্তৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করলো। (বুখারী-মুসলিম)

عن جابر ان النبى (صلعم) قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة - (مسلم - ابوداود)

(২) হযরত জাবের (রা) বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উট সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

قال رسول الله (ص) من وجد سنة ولم يضح فلا يقربن مصلانا - (ابن ماجة)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেছে, সামর্থ্য থাকতে যে কুরবানী করে না যেনো আমার ঈদগাহের ধারে কাছেও না আসে। (ইবনে মাজাহ)

যাকাত

কুরআন

وانفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - (ال عمران)

উচ্চারণ: ওয়া আনফিকূ মিন তায়্যিবাতি মা কাসাবাতুম ওয়া মিম্মা আখরাজানা লাকুম মিনাল আরদ।

amarboi.org

amarboi.org

(১) ব্যয় করো তোমরা তোমাদের উপর্জিত হালাল সম্পদের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্যে যমিন থেকে বের করেছি তার অংশ (অর্থ্যাৎ ওশর দাও) সূরা আলে ইমরান)

وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون - (الروم - 39)

উচ্চারণ: ওয়া মা আতাইতুম মিন যাকাতিন তুরীদূনা ওয়াজহাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুল মূদঈফূন।

(২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে। (সূরা আর-রূম : ৩৯)

واقيموا الصلوة واتو الزكوة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير - (بقرة : 110)

উচ্চারণ: ওয়া আকীমুছ ছালাতা ওয়া আতুয যাকাত, ওয়া মা তুকাদ্দিমূ লিআনফুসিকুম মিন খাইরিন তাজিদূহ ইনদাল্লাহ, ইন্নাল্লাহা বিমা তামালূনা বাছির।

(৩) তোমরা সালাত কায়েম কারো এবং যাকাত দাও তোমরা নিজের জন্যে যা ভালো কাজ আগে-ভাগে করতে তা তোমারা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা আল বাকারা: ২৪,২৫)

আরো দেখুন: সূরা বাকারা: ৮৩,১১৭,২৭৩, সূরা তওবা : ৬০,১০৩, সূরা বায়িন্যাহু: ৫, সূরা মায়ারিজ : ২৪,২৫।

হাদীস

عن رافع بن خديج قال قال رسول الله (صلعم) العامل على الصدقة بالحق كالحق كالغازي فى سبيل الله حتى يرجع فى بيتة - (ابوداواد - ترمذي)

(১) হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সঠিকভাবে যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতূল্য। এমনকি সে বাড়ীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত উক্ত মর্যাদায় ভূষিত থাকে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

عن عائشة قالت سمعت رسول الله (صلعم) يقول ما خالطت الزكاة مالا قط الا اهلكته - (الشافعي - والبخاري)

(২) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে মালে যাকাত মিশাবে নিশ্চয় তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। (শাফেয়ী-বুখারী)

عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلعم) من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - (ترمذي)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না। (তিরমিযী)

amarboi.org

amarboi.org

মুমিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কুরআন

انى وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين - (انعام - 79)

উচ্চারণ: ইন্নী ওয়াজজাহাতু ওয়াজহিইয়া লিল্লাযী ফাতরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন।
(১) আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি যিনি যমীন ও আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কনিকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আনয়াম: ৭৯)

قل ان صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العلمين - (انعام :162)

উচ্চারণ: কুল ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওযা মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

(২) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমরা জীবন ও মৃত্যু সবকিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। (সূরা আনয়াম: ১৬২)

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - (ذارية - 56)

উচ্চারণ: ওয়া মা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূন।
(৩) আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার বন্দেগী করবে। (সূরা যারিয়াহ: ৫৬)

হাদীস

عن ابى امامة (رض) قال قال رسول الله (صلعم) من احب لله وابغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان - (بخاري)

(১) হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যেই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

عن عباس (رض) قال قال رسول الله (صلعم) ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا - (بخاري - مسلم)

(২) হযরত আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসেবে কবুল করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

وعن ابى ذر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب فى الله البغض فى الله - (ابوداود)

(৩) হযরত আবুযর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সকল কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে আল্লাহর জন্য মিত্রতা আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা। (আবু দাউদ)

amarboi.org

amarboi.org

প্রথম দফা : দাওয়াত

কুরআন

يايها المدثر ـ قم فانذر ـ وربك فكبر ـ (مدثر : 1-3)

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাচ্ছির, কুম ফাআনযির, ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির।

(১) হে আবৃত শয্যাগ্রহণকারী। উছ সাবধান কর, আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসির : ১-৩)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًاوَّقَلَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ (السجدة : 32)

উচ্চারণ: ওয়া মান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ' ইলাল্লাহি ওয়া আ'মিলা ছালিহাও ওয়া কালা ইন্নানী মিনাল মুসলিমীন।

(২) তার কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পার? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানের অন্তর্ভূক্ত। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা: ৩৩)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَر ـ (ال عمران : 110)

উচ্চারণ: কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিযাত লিন্নাসি তা'মুরূনা বিলমা'রুফি ওয়া তানহাওয়া আ'নিল মুনকার।

(৩) তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হল, তোমরা মানুষদের সৎ পথে আহ্বান করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

আরো দেখুন: সূরা আরাফ: ৫৯,৭৩,৮৫, সূরা বাকারা: ২০৮, সূরা মায়েদা: ৬৭, সূরা শুআরা: ১৫, সূরা ইব্রাহীম : ৫, সূরা ইউসুফ: ১০৮, সূরা ফাতির : ২৪)

হাদীস

عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنُ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) بَلِّغُوْا عَنِيْ وَلَوْ اَيَةٌ ـ (بخاري)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারী)

عَنْ اَنَس (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا بَشِرُوْا وَلاَتُنَفِّرُا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ـ (بخاري ـ مسلم)

(২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বিতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, মুসলিম)

قَالَ النَّبِىُّ (ص) فَلْيُبَلِّغُوْا الشَّاهِدُ الْغَائِبُ ـ (بخاري)

(৩) মহানবী (সা) বলেছেন, আজকে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দাও। (বুখারী)

amarboi.org

amarboi.org

দ্বিতীয় দফা : সংগঠন

কুরআন

وَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا - (العمران : 103)

উচ্চারণ: ওয়া'তাছিমূ বিহাবলিল্লাহি জামিআ'ও ওয়ালা তাফারাকূ।

(১) তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

يأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِىْ الأمْرِ مِنْكُمْ - (نساء : 59)

উচ্চারণ: ইয়াআউয়ুহাল্লাযীনা আমানূ আতিউ'ল্লাহা ওয়া আতিউস রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।

(২) হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের (সা) আনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর। (সূরা নিসা: ৫৯)

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِه صَفًا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْص - (الصف : 4)

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা উহিব্বুল্লাযীনা ইউকাতিলূনা ফী সাবীলিহী ছাফফান কাআন্নাহুম বুনইয়ানুম মারছুছ।

(৩) যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আস সাফ: ৪)

আরো দেখুন: সূরা ইমরান: ১০৪, ১১০, সূরা মায়েদাহ :২, সূরা বাকারা : ১৪৩, সূরা আসসাফ: ১৪।

হাদীস

1. عَنِ الْحَارِثِ الأشْعَرِيْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) اَنَا لَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ خَلَعَ رِبْقَةَ الاسلاَمِ مِنْ عُنُقِه اِلاَّ اِنْ يُّرْاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثِي جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ مُسْلِمٌ -

(১) হারেস আল-আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। ১। জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। ২। নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। ৩। তার আদেশ মেনে চলবে। ৪। হিজরত করবে অথবা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫। আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেলবো, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমাদ, তিরমিযী)

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ فَرْقُ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاسْلاَمِ مِنْ عُنُقِه - (احمد - ابوداود)

amarboi.org

amarboi.org

(২) হযরত আনাস (রা) বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রুজ্জু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। (আহমদ ও আবু দাউদ)

عَنْ اِبِىْ سَعِيْدِن الْخُدْرِيْ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ - (ابوداود)

(৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সফরে এক সঙ্গে তিনজন থাকলে তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

عَنْ اِبْىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رسُوْلَ اللهِ (ص) يُقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم)

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করত: জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতী মৃত্যুবরণ করল।

عَنْ عُمَرَ بْنْ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِامَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٌ -

(৫) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর বানী- তিনি বলেন, জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হয় না, নেতৃত্ব ব্যতীত জামায়াত হয় না এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব হয় না।

তৃতীয় দফা : প্রশিক্ষণ

কুরআন

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

উচ্চারণ : ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল্লাযী আল্লামা বিলকালাম। আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়া'লাম।

(১) পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহামান্বিত, যিনি কলমের সাহায্য শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সূরা আলাক: ১-৫)

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ ايتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ -

উচ্চারণ: কামা আরসালনা ফীকুম রাসূলাম মিনকুম ইয়াতুল আলাইকুম আইয়াতিনা ওয়া ইউযাককীকুম ওয়া ইউআল্লামুকুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউআল্লাহিমুকুম মা লাম তাকুন তা'লামূন।

(২) (হে আহলে কিতাব!) যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও

amarboi.org

amarboi.org

হিকমাত, আর এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা: ১৫১)

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۔ (ال عمران : 79)

উচ্চারণ: ওয়া লাকিন কুনূ রাব্বানীনা বিমা কুনতুম তুআল্লিমূনাল কিতাবা ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন।

(৩) (নবী) তিনি তো ইহাই বলবেন যে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও এ জন্য যে, তোমরা কিতাব নিজেরা শিখ ও অন্যদেরকে শিক্ষা দাও। (সূরা আলে-ইমরান: ৭৯)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الأَعْمٰي وَالْبَصِيْرَ اَمْ هَلْ تَسْتَوِيْ الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرِ ۔ (الرعد : 16)

উচ্চারণ: কুল হাল ইয়াসতাবিল আ'মা ওয়াল বাছীরু আম, হাল তাসতাবিযু যুলুমাতু ওয়ানুর।

(৪) বলুন হে নবী! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? (সূরা আর-রাদ: ১৬)

يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَّ اللهُ بِمَا تَعْلُوْنَ خَبِيْرٌ ۔ (المجادلة : 11)

উচ্চারণ: ইয়ারফাউ'ল্লাযীনা আমানূমিনকুম ওয়াল্লযীনা উতূল ই'লমা দারাজাতিন ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূন।

(৫) তোমাদের মধ্যে যার ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা আল মুজাদালা :১১)

قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ۔ (كهف : 66)

উচ্চারণ: কালা লাহু মূসা হাল আত্তাবিউকা আ'লা তুআ'ল্লিমানি মিম্মা উ'ল্লিমতা রুশদা।

(৬) মুসা (আ) তাকে বলল, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (সূরা আরাফ : ৬৬)

আরো দেখুন : সূরা ইমরান : ৪৮, ১১৪, সূরা জাসিয়া : ৬, সূরা আদ-দুখান : ৫৮, সূরা মুমিনূন : ২, সূরা আলাক : ১-৫।

হাদীস

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ فِيْ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰي يَرْجِعَ ۔

(১) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযী)

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارَسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللّٰلِ خَيْرٌ مِّنْ اَحْيَائِهَا ۔

amarboi.org

amarboi.org

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের বেলা এক ঘন্টা ইলমের দারস বা আলোচনা করা পুরো রাত জেগে ইবাদাত করা হতে উত্তম। (দারেমী)

وّعَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ عُمْرٍو (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهُ (صلعم) اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا - (بخاري - مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি-ই সবচেয়ে উত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَرَسُوْلُ اللهِ (صعلم) تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَانِّيْ مَقْ

(৪) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা এবং মানুষকে তাহা শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে অতিসত্বরই উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী)

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ - (ابن ماجة)

(৫) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয তা অবশ্য কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - (ترمذى : ابوداود)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে দ্বীনের কোন ইলম সম্পর্ক জিজ্ঞেস করা হয় এবং তা সে গোপন রাখে তবে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যা

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - (علق: 1-5)

উচ্চারণ: ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল্লাযী আ'ল্লামা বিলকালাম। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ই'লাম।

(১) পড়, (হে নবী!) তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করছেন। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা আলাক : ১-৫)

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ - (الرحمن: 1-4)

উচ্চারণ: আররহমান, আ'ল্লামাল কুরআন, খলাকাল ইনসান, আ'ল্লামাহুল বায়ান।

(২) পরম করুণাময় আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর রহমান : ১-৪)

amarboi.org

amarboi.org

عَنْ اَنَسَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ (صعلم) مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلَ اللهِ حَتى يَرْجَعَ - (دارمي)

(২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্বেষণে বের হয়, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) خَصْلَتَان لاَ تَجْمَعَان فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنٌ سَمِعْتٍ وَلاَفِقْهٌ فِىْ الدِيْنَ - (ترمذي)

(৩) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুনাফিক ব্যক্তির মধ্যে দুটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে পারে না। উহার একটি হচ্ছে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দ্বীনের সুষ্ঠ জ্ঞান উপলব্ধি। (তিরমিযী)

ইসলামী বিপ্লব/জিহাদ

কুরআন

اِنَّ اللهَ اشْتَرَي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَلَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ - (توبة : 111)

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহাশতারা মিনালমুমি'নীনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাতা ইউকাতিলূনা ফী সাবীলিল্লাহি ফাইয়াকতুলূনা ওয়া

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - (مدثر : 1-3)

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাচ্ছির, কুম ফাআনযির,ওয়া রাব্বাকা কাব্বির।

(৩) হে কম্বল আবৃতকার, উঠ, সাবধান কর, তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৩)

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ - وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - (مجادلة: 11)0

উচ্চারণ: ইয়ারফাউ'ল্লাহুল্লযীনা আমানূ মিনকুম, ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাতি, ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা খবীর।

(৪) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয় পূর্ণ অবহিত। (সূরা আল মুজাদালা : ১১)

আরো দেখুন : সূরা ছোয়াদ : ২৯, সূরা নাহল : ৮৯, সূরা তওবা : ১২২, সূরা বাকারা : ১৫১, হজ্জ : ৭৭।

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ - (ترمذى - ابن ماجاة)

(১) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একজন ফকীহ অর্থ্যাৎ দ্বীনের গভীর বুৎপত্তিশালী ব্যক্তি শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদের তুলনায় বেশী ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

amarboi.org

amarboi.org

উকতালূন।

(১) প্রকৃত কথা এই যে, মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে দিয়েছেন, এখন তাদের কাজ হবে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, সে সংগ্রামে তারা যেমন মারবে, তেমন মরবেও। (সূরা তওবা : ১১১)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّي لاَتَكُمْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِيْنُ كُلُّه' لِلهِ ـ فَإن اِنْتَهُوْا فَإنَّ اللهَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ ـ (انفال :39)

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা ইয়াকূনা ফিতনাতুনও ওয়া ইয়াকূনাদ দীনু লিল্লাহি, ফাইনিনতাহাও ফাইন্নাল্লাহা বিমা ইয়া'লামূনা বাছীর।

(২) হে ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি কোন ফেতনা হতে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ দেখবেন। (সূরা আনফাল: ৩৯)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَا الِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ (توبة: 41)

উচ্চারণ: ইনফিরূ খিফাফাও ছিকালাও ওয়া জাহিদূ বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম ফী সাবীলিল্লাহি, যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামূন।

(৩) তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে, আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেরর জান-প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ। (সূরা তওবা : ৪১

আরো দেখুন: সুরা বাকারা : ২১৮, ১৯৩, সূরা ছফ : ১১, সূরা আলে ইমরান : ১৪২।

হাদীস

عَنْ اِبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْا وَلَمْ يَحْدُثْ بِه نَفْسِه' مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاق ـ (مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে বেক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ না সে জিহাদ করেছে, আর না তার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা, সংকল্প ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছে, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ ذَرَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ (صلعم) اَيُّ الْعَمَلَ اَفْضَلُ قَالَ اَلاِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِه ـ (بخاري ـ مسلم)

(২) হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে রাসূল (সা) কোন কাজ উত্তম ও উৎকৃষ্ট তা আমাকে বলে দিন। উত্তরে রাসূল (রা) বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسِ (رض) اَنَ النَّبِيِّ (صلعم) قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ ـ (ابوداود)

amarboi.org

amarboi.org

(৩) হযরত আনাস (রা) হতে বর্নিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ)

عَنْ اَنَس بْن مَالِكِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ لَغَدَوْةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْرَوْحَةٌ خِيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (بخاري)

(৪) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

ত্যাগ / কুরবানী/পরীক্ষা

কুরআন

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرتِ وَبَشِّرِ الصّبِرِيْنَ -

উচ্চারণ: ওয়া লানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়িন মিনাল খাওফি ওয়াল জুয়ি ওয়া নাকছিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াছ ছামারাতি ওয়া বাশশিরিছ ছাবিরীন।

(১) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয় ভীতি (ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি) ক্ষুধা এবং মাল,জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা। আর ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা : বাকারা : ১৫৫)

أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا امَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُوْنَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ - (عنكبوت : 2-3)

উচ্চারণ: আহাসিবান্নাসু আনই উতরাকূ আন ইয়াকূল আমান্না লা ইয়ুফতানূন, ওয়া লাকাদ ফাতান্নাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম ফালাইয়া লামান্নাল্লাহুযীনা ছাদাকূ ওয়াইয়া'লামান্নাল কাযিবীন।

(২) মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের কোন পরীক্ষা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে আমাদের দিকেই আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া : ৩৫)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ - (انبياء : 35)

উচ্চারণ: মা আছাবা মিম মুছিবাতিন ইল্লা বিইযনিল্লাহি, ওয়া মাই ইয়ুমিন বিল্লাহি ইয়াহদি কালবিহী, ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আ'লীম। (৪) কোন বিপদ কখনও আসে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা তাগাবুন: ১১)

আরো দেখুন : সূরা বাকারা : ১৫৫, ২১৪, সূরা তওবা : ১১১, ১৬, সূরা আনয়াম : ১৬২, সূরা মুহাম্মাদ : ৩১।

amarboi.org

amarboi.org

عَنْ الْمِقْدَادِيْنِ الأَسْوَادِ (رض) قَالَ سَعْتُ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلاَثًا وَلَمَن ابْتُلِىْ فَصَبَرَ فَوَاهًا - (ابوداود)

(১) মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি নি:সন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষা ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূল (সা) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অবিচল রয়েছে তার জন্য তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

عَنْ اَنَسَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) يَاتِيْ عَلَى النَّاس زَمَانٌ الصَّبْرُ فِيْهِمْ عِلَى دِيْنِه كَالْقَابِضَ عَلَى الْجَمْرَ - (ترمذي)

(২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারদের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত আঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) اَلدُّنْيَا يِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - (مسلم)

(৩) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত। (মুসলিম)

পর্দা

কুরআন

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفِظُوْا فُرُوْجُهُمْ ذٰلِكَ اَزْكى لَهُمْ - اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَايَصْنَعُوْنَ - (نور - 30)

উচ্চারণ: কুল লিলমু'মিনীনা ইয়াগদূ মিন আবছারিহিম ওয়া ইয়াহফাযূ ফুরূজাহুম যালিকা আযকা লাহুম, ইন্নাল্লাহা খাবীরুন বিমা ইয়াছনাউ'ন। (১) হে নবী! মুমিন পুরুষদের বল; তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। ইহা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আন-নূর: ৩০)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُوْرُوْجِهِمْ حفِظُوْنَ - (المؤمنون - 5)

উচ্চারণ: ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিযূন।
(২) (মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (সূরা মু'মিনুন: ৫)

وَقِرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلى - (الاحزاب : 33)

(৩) আর তোমরা নিজেদেরে ঘরে অবস্থান কর। পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সেঁজেগুজে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। (সূরা আহযাব: ৩৩)

يآَيُّهَا الَّذِيْنَا امَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غِيْرَ بُيوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلى اَهْلِهَا - ذلِكُمْ خِيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - (النور : 27)

amarboi.org

amarboi.org

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ লা তাদখুল বুইয়ূতান গাইরা বুইতিকুম হাত্তা তাসতা'নিসূ ওয়া তুসাল্লিম আ'লা আহলিহা, যালিকুম খাইরুল লাকুম লাআ'ল্লাকুম তাযাক্কারুন।

(৪) হে ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে প্রবেশ কর না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাও ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাও। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (সূরা আন-নূর: ২৭)

হাদীস

وَعَنْ جَرِيْرِ عِنْدِ اللهِ (رض) قَالَ سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) عَنْ نَظرِ الْفُجَاءَةَ فَامَرَنِيْ اِنْ اَصْرِفَ بَصَرَكَ - (مسلم)

(১) হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? হুযুর (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নেবে। (মুসলিম)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْ النَّبِيِّ (صلعم) قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةُ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ - (ترمذى)

(২) ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী)

اِنَّ النَّظْرَ سَهَمٌ مِنْ سَهَمِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمُ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِيْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِيْ قَلْبِه - (ترمذى)

(৩) দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দেব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (তিরমিযী)

তাকওয়া

কুরআন

1. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَكُمْ - اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ - (حجرات - 13)

উচ্চারণ: ইন্না আকরামাকুম ইন'দাল্লাহি আতকাকুম, ইন্নাল্লাহা আ'লীমুন খাবীর।

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাভীরু। নি:সন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা-হুজরাত : ১৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اتَّقُوْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - (ال عمران - 102)

amarboi.org

amarboi.org

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূতু তাকাল্লাহা হাক্কা তুকাতিহী ওয়া লা তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমূন।

(২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

وَمَاآتَكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوَا وَاتَّقُوْا اللهَ اَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ (الحشر : 7)

উচ্চারণ: ওয়া মা আতাকুমুর রাসূল ফাখযূহু ওয়া মা নাহাকুম আ'নহু ফানতাহূ ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ই'কাব।

(৩) রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা (সূরা হাশর : ৭)

অনুসন্ধান করুন : (সূরা মায়েদা : ৪, ৭, সূরা : ১৮, সূরা আযহাব : ৭০)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ (الصف : 2,3)

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ লিমা তাকূলূনা মালা তাফআলূন। কাবুরা মাকতান ই'নদাল্লাহি আন তাকূলূ তাফআ'লূন। (৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো? আল্লাহর কাছে এটা খুবই অপছন্দনীয় যে, তোমরা যা করো না তা তোমরা বলো। (সূরা ছফ : ২,৩)

হাদীস

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَاسَ به حَذَرًا لِّمَا به بَاسَ ـ (ترمذي ـ ابن ماجه)

(১) আতিয়া আস-সাদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজ জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যেসব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণীভূক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهَ (صلعم) قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيُّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فِاِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا ـ (ابن ماجة)

(২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র ও নগণ্য গুনাহ থেকে ও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) اَلْمُسْلِمُ اَخُوْالْمُسْلِمُ الاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ التَّقْوي هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلى صَدْرِه ثَلثَ مِرَارِ بِحَسْبِ اِمْرِءٍ مِنَ الشَّرِاَنْ يُّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلي الْمُسْلِمِ حَرَامُ دَمُه وَمَالُه عِرْضُه ـ

(৩) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগও করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে,

amarboi.org

amarboi.org

তাকওয়া এখানে। কোল লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)। (মুসলিম)

আনুগত্য

কুরআন

يَاَيُّهَا االَّذِيْنَ اَمَنُوا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِيْ الاَمْرِ مِنْكُمْ - (نساء :59)

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ আতিক'ল্লাহা ওয়া আতিউ'র রাসূলা ওয়া উ'লিল আমরি মিনকুম।

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে থেকে যে উকিল আমর তার আনুগত্য কর। (সূরা নিসা : ৫৯)

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا - وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (نساء : 13)

উচ্চারণ: ওয়া মাই ইয়ুতিয়ি'ল্লাহা ওয়া রাসূলাহূ ইয়ুদখিলহু জান্নাতিন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারি খালিদীনা ফীহা, ওয়া যালিকাল ফাউযুল আযীম।

(২) যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নির্দেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা : নিসা :১৩)

وَاَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - امران : 132)

উচ্চারণ: ওয়া আতীউ'ল্লাহ ওয়াররাসূলা লাআ'ল্লাকুম তুরহামূন।

(৩) এবং আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে নাও, যাতে দয়া করা যায়। (সূরা আলে ইমরান : ১৩২)

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَاُوْلئِكَ هُمْ الْفَائِزُوْنَ - (النور : 52)

উচ্চারণ: ওয়া মাই ইয়ুতিয়ি'ল্লাহা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াখশাল্লাহা ওয়া ইয়াতকহি ফাউলাইকা হুমুল ফাইযুন।

(৪) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে এসব লোকই সফলকাম হবে। (সূরা আন-নূর : ৫২)

وَاَنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا - وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلَغُ الْمُبِيْنَ -

উচ্চারণ: ওয়া ইন-তুতীউ'হু তাহতাদূ, ওয়া মা আ'লার রাসূলি ইল্লাল বালাগুল মুবীন।

(৫) যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (সূরা আন-নূর : ৫৪)

অনুসন্ধান করুন (সূরা নিসা : ৬৫, সূরা মুহাম্মাদ : ৩, সূরা মায়েদা : ২)

amarboi.org

amarboi.org

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ اللهَ (ص) قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبِيْ - (بخاري)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করলো সে আমাকে অস্বীকার করলো। (বুখারী)

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهَ (صلعم) لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيْةِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ - (بخاري - مسلم)

(২) হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللهَ (ص) مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَا اللهُ وَمَنْ يُّطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَي الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ - (متفق عليه)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

বাইয়াত

কুরআন

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسِهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهَ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْه حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُوْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰي بِعَهْدِه مِنَ اللهَ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمْ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِه ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

উচ্চারণ : ইন্নাশাহাশতারা মিনাল মু’মিনীনা আনফুছাহুম অআমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, ইয়ুক্বাতিলূনা ফী সাবীলিল্লাহি ফাইয়াক্বতুলূনা। অইয়ুক্বতালূন: অ’দান আলাইহি হাক্কান ফিত তাওরাতি অল ইনজীলি অলকুরআন; অমান আওফা বি’আহদিহী মিনাল্লাহি ফাছাতাবশিরূ বিবাই’ইকুমুল্লাযী বাইয়া’তুম বিহী; অযালিকা হুয়াল ফাওযুল আযীম।

(১) নিশ্চয় আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জ্ঞান ও তাদের মাল এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়। তাওরাত ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহর চাইতে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর তা হল বিরাট সাফল্য।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ - يَدُ اللهَ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

উচ্চারণ : ইন্নাযীনা ইয়ুবায়িউ’নাকা ইন্নামা ইয়ুবায়িই’নাল্লাহা, ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম।

amarboi.org

amarboi.org

(১) হে রাসূল! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কৃদরতের হাত ছিল।

لَقَدْ رَضِيَ اللهَ عَنِ الْمُؤْمِنُوْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

উচ্চারণ: লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আ'নিল মু'মিনীনা ইয ইয়ুবায়িউ'নাকা তাহতাশ শাজারাহ।

(২) হে রাসূল! আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল। (সূরা ফাতহ : ১৮)

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيوَةَ الدُّنْيَا بِالاٰخِرَةِ - وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسُوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمَا -

উচ্চারণ: ফালইয়ুকাতিল ফী সাবীল্লাযীনা ইয়াশরূনাল হায়াতাদ দুনইয়া বিলআখিরাতি, ওয়া মাই ইয়ূকাতিল ফী সাবীলিল্লাহি ফালইয়াকতুল আও ইয়াগলিব ফাসাওফা নু'তীহি আজরান আযীমা।
(৩) আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত তাদের যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয় আখিরাতের বিনিময়ে। আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় অথবা গাজী হয় উভয়কে আমি সীমাহীন প্রতিবাদ দেবো। (সূরা নিসা : ৭৪)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

উচ্চারণ: বালা মান আওফা'হদিহী ওয়াত্তাকা ফাইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুত্তাকীন।

(৪) যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহ পাকের প্রিয়জন হবে। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ৭৬)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيْ (صلعم) قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنْ دِيْنَارٍ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ اللهِ بْنْ عُمَرَ (رض) يُقَوْلُ كُنَّا نَبَايِعْ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْهَا اِسْتَطَيْعْتُمْ - (مسلم)
(২) আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রাসূল (সা) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সামর্থ্য উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

amarboi.org

amarboi.org

মুমিনের গুণাবলী

কুরআন

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دَعُوْا اَلَى اللهِ وَرَسُوْلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

উচ্চারণ: ইন্নামা কানা কাওয়াল মু'মিনীনা ইযা দাউ' ইলাল্লাহি ওয়া রুসূলিহী লিইয়াহকুমা বাইনাহুম আন ইয়াকূলূ সামি'না ওয়া আতা'না, ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহূন।

(১) মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন বলেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরা আন-নূর : ৫১)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ اَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

উচ্চারণ: আল্লাযীনা ওয়া তাতমাইন্নু কুলূবুহুম বিযিকরিল্লাহি আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইনুল কুলূব।

(২) যারা মুমিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে।) জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সেই জিনিস যার দ্বারা দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। (সূরা রা'দ : ২৮)

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

উচ্চারণ: লা ইয়াত্তাখিযিল মু'মিনীনাল কাফিরীনা আওলিয়া মিন দূনিল মু'মিনীন।

(৩) মুমিনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, তারা মুমিন ছাড়া কাফেরদেরকে কখনো নিজেদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক বানায় না (সূরা আলে ইমরান : ২৮)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

উচ্চারণ: ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখয়াতুন।

(৪) মুমিনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, তারা একে অপরের ভাই। (সূরা হুজরাত : ১০)

আরো দেখুন : সূলা আনফাল : ২, সূরা ইমরান ; ১৬০, সূরা হুজরাত : ৫।

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) رسُوْلَ اللهِ (صلعم) قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالِفُ وَلاَخَيْرَ فِيْمَنْ لاَيَالِفُ وَلاَيُوْلَفُ -

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয় না। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاس (رض) قَالَ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهَ (صلعم) يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بَالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارَهُ جَائِعُ اِلى جَنْبِهِ -

amarboi.org

amarboi.org

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় ভুগে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) لاَيُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنَ -

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুমিন এক গর্তে দু'বার নিপতিত হয় না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنِ النُّعْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) الْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكَي عَيْنُهُ اِشْتَكَي كُلُّهُ اِنْ اِشْتَكَي رَأسَهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ -

(৪) হযরত নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, সমস্ত মুমিন একই ব্যক্তি সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরেই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

গীবত

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِجْتَنِبُوْا مِّنَ الظَّنِّ - اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَيَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ تَوَّبٌ رَّحِيْمٌ -

উচ্চারণ: ইয়া আইয়াহাল্লাযীনা আমানূজতানিবূ কাছীরাম মিনায যান্নি, ইন্না বা'দায যান্নি ইছমুন ওয়া লা তাজাসসাসূ ওয়া লা ইয়াগতাব বা'দুকুম বা'দান আইয়হিব্বু আহাদুকুম আই ইয়া'কুলা লাহমা আখীহি মাইতান ফাকারিহতুমূহু, ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা তাওওয়াবুর রাহীম।
(১) হে ঈমানদারগণ! লোকেরা, তোমরা অনেকটা ধারণা পোষণ হতে বিরক্ত থেকো, কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশতা খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুজরাত : ১২)

لاَيُحِبُّ اللهَ الْجَهْرَ بَاسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -

উচ্চারণ: লা ইয়ুহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসূয়ি মিনাল কাওলি ইল্লা মান যুলিম।

(২) আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (সূরা নিসা: ১৪৮)

amarboi.org

amarboi.org

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَاَاقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَنَا فِيْهَ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَه' وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জওয়াব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুজুর (সা) বললেন গীবত হল তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা.....(সা) কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা) জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বোহতান। (মুসলিম)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়/বায়তুলমাল

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لاَّبَيْعٌ فِيْهِ وَلاَخُلَّةٌ وَّلاَشَفَاعَةٌ ـ

উচ্চারণ : ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ আনফিক মিম্মা রাযাকনাকুম মিন কাবলি আই ইয়অতিইয়া ইয়াওমুল লা বাইউন ফীহি ওয়া লা খুল্লাতুও ওয়া লা শাফাআহ।

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না। (সূরা বাকারা : ২৪৫)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكظِمِيْنَ الْغِيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাযীনা ইউনফিকূনা ফিস সাররায়ি ওয়াদদাররায়ি ওয়ালকাযিমীনাল গাইয়া ওয়াল আফীনা আনিস নাসি, ওয়াল্লাহু ইয়ুহিব্বুল মুহসিনীন।

(২) যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রিণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

وَلاَيُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلاَكَبِيْرَةً وَّلاَيَقْطَعُوْنَ وَدِياً اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

উচ্চারণ: ওয়া লা ইউনফিকূনা নাফাকাতান ছাগীরাতাও ওয়া লা কাবীরাতাও ওয়া লা ইয়াকতাউনা ওয়াদিয়ান ইল্লা কুতিবা লাহুম লিইয়াজযিইয়াহুমুল্লাহ আহসানা মা কানূ ইয়ামালুন।

(৩) তারা অল্প বা বেশী যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোন উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন। (সূরা তওবা : ১২১)

amarboi.org

amarboi.org

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهَ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ـ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِيْنَ ـ

উচ্চারণ: ওয়া আনফিকূ ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া লা তুলকূ বিআইদিকুম ইলাত তাহলুকাতি, ওয়া আহসিনূ, ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুহসিনীন।

(৪) খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজ আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজ উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : ১৯৫)

اِنْ تُقْرِضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ـ

উচ্চারণ : ইন তুকরিদুল্লাহ কারদান হাছানা ইউদোয়াইফিহু লাকুম ওয়া ইয়াগফিরি লাকুম।

(৫) আল্লাহকে যারা উত্তম ঋণ দান করে, আল্লাহ তাদেরকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করেন। (সূরা তাগাবুন : ১৬)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهَ (صلعم) مَامِن يَّوْمٍ يُّصْبِحُ الْعِبَادُ اِلاَّ مَكَانَ يَنْزِلاَنِ فِيْقُوْلُ اَحَدَكُمْ اَللّٰهُمَّ اَعْطِيْ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الاٰخِرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে ত্যাগ করে তখনই দুজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ, তুমি দানকারীকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী,মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ يَحْيَي خَرِيْمِ اِبْنِ فَاتِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعَ مِائَةً ضُعْفِ ـ

(২) আবু ইয়াহইয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

عِنْ اِبْى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) قَالَ اللهُ تَعَالِي اَنْفِق يَا اِبْنَ ادَمَ اُنْفِقُ عَلَيْكَ ـ

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

amarboi.org

amarboi.org

আখেরাত

কুরআন

وَاتَّقُوْا يُوْمًالاَّ تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلايُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاهُمْ يُنْصَرُوْنَ -

উচ্চারণ : ওয়াত্তাকূ ইয়াওমাল লা তাজযী নাফসুন আন নাফসিন শাইয়াও ওয়া লা ইউকবালু মিনহা শাফাআতুও ওয়া লা ইয়ুখাযু মিনহা আদুলও ওয়া লা হুম ইয়ুনছারুন।
(১) আর তোমরা সেদিনের ভয় কারো, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (সূরা বাকারা : ৪৮)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّتَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلايُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاتَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلاهُمْ يُنْصَرُوْنَ -

উচ্চারণ : ওয়াত্তাকূ ইয়াওমাল লা তাজযী নাফসূন আন নাফসিন শাইয়াও ওয়া লা ইকবালু মিনহা আদুলুও ওয়া লা তানফাউহা শাফাআতুও ওয়া লা হুম ইয়ুনছারূন।

(২) তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (সূরা বাকারা : ১২৩)

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِرْدًا -

উচ্চারণ: ওয়া কুল্লুহুম আতীহি ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফারদা।

(৩) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে নি:সংগ অবস্থায় একাকী আসবে। (সূরা মারইয়াম: ৯৫)

يَوْمَ لاتَمْلِكُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍلِلّٰهِ -

উচ্চারণ : ইয়াওমা তাশহাদু আলাইহিম আলসিনাতুহুম ওয়া আইদীহিম ওয়া আরজুলুহুম বিমা কানূ ইয়ালামূন।
(৪) সেই দিন (কিয়ামতে) তাদের জিহ্বা তাদের হাত এবং তাদের পা তারা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা আন-নূর : ২৪)

يَوْمَ لاتَمْلِكُ نفسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا - وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍلِّلّٰهِ -

উচ্চারণ: ইয়াওমা লা তামলিকু নাফসুল লিনাফসিন শাইয়ান, ওয়াল আমরু ইয়াওমাইযিন লিল্লাহ।
(৫) এটা সেই দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না, ফয়সালা সে দিন একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে থাকবে। (সূরা আল-ইনফিতার : ১৯)

قُلْ لَّكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لاَّتَسْتَاخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلاتَسْتَقْدِمُوْنَ -

উচ্চারণ : কুল লাকুম মীআদ ইয়াওমিল লাতাসতা খিরূনা আনহু সাআতাও ওয়া লা তাসতাকদিমূন।

amarboi.org

amarboi.org

(৬) বলুন হে নবী! তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক মুহূর্ত আগে ও পরে করতে তোমারা সক্ষম নও। (সূরা সাবা : ৩০)

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يُوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

উচ্চারণ : ছুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম।

(৭) তারপর সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে দেয়া সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আত-তাকাসূর : ৮)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) قَالَ كُنْتُ نَهَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَّهَدُ فِيْ الدُّنِيَا وَتُذَكِّرُ الاخِرَةِ -

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন তোমরা করব যিয়ার করো। কারণ কবর যিয়ারত প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে।(ইবনে মাজাহ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمَرَ (رض) قَالَ رَجُلٌ يَانَبِيَّ اللهُ مَنْ اَكْيَاسُ النَّاس وَاَحْزَمُ النَّاس قَالَ اَكْثَرُ هُمْ ذِكْرًا لِّلْمُوْتِ اَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُوْلَئِكَ الاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الاخِرَةِ -

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল: লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বলেছেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং তার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিঁয়ার লোক, তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা লাভ করতে পারে। (তাবরানী)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنْ سَرَّةُ اَنْ يُّنْظُرَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كَانَّهُ رَايَ عَيْنَ فِلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -

(৩) হযরত ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, কো ব্যক্তি যদি কিয়ামতেটেনশিক্বাক পাঠ করে। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)

জান্নাত

কুরআন

وَسَارِعُوْ اِلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَّرِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالاَرْضُ -

উচ্চারণ: ওয়া সারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়ালআরদ।

(১) তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَار -

amarboi.org

amarboi.org

উচ্চারণ : ওয়া বাশশিরিল্লাযীনা আমানূ ওয়া আমিলুছ ছালাহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহার।

(২) হে মুহম্মাদ! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (সূরা বাকারা : ২৫)

وَعَدَ اللهُ اَلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَبَ جَنَّبٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الاِنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيَّهَا وَمَسكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّبٍ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ اَكْبَرُ ذَالِكَ هَوْ الْفَوْزُ الْعِظِيْمُ -

উচ্চারণ: ওয়াআ'দাল্লাহুল মুমিনীনা ওয়ালমুমিনাতি জান্নাতিন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু খলিদীনা ফীহা ওয়া মাসাকিনা তয়্যিবাতান ফী জান্নাতি আদনিও ওয়া রিদওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবারু, যালিকা হুয়াল ফাওজুল আযীম।

(৩) আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিন্মদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই চির দিন সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা তাওবা : ৭২)

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفِسَكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ -

উচ্চারণ: ওয়া লাকুম ফীহা মা তাশতাহী আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফীহা মা তাদ্দাউ'ন।

(৪) জান্নাতে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে। (সূরা হা-মীম সিজদা : ৩১)

হাদীস

عَنْ اِبْيْ ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَامِنْ عِنْدٍ قِالَ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ - ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

(১) হযরত আবু যার (রা) বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এ কথার ঘোষণা দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এ অনুযায়ী) এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

عَنْ اِبْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) قَالَ اللهُ تَعَالَى اَعَدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عِيْنُ رَأَتَ وَلاَأُذُنُ سَمَعْتَ وَلاَخَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ -

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাহদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামতসমূহ তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্ত:করণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি।(বুখারী, মুসলিম)

amarboi.org

amarboi.org

জাহান্নাম

কুরআন

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ - لاَيُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا - كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كُفُوْرٍ -

উচ্চারণ : ওয়াল্লাযীনা কাফারূ লাহুম নারু জাহান্নামা, লা ইয়ুকদা আলাইহিম ফাইয়ামূতূ ওয়া লা ইয়ুখাফফাফু আনুহম মিন আযাবিহা, কাযালিকা নাজযী কুল্লা কাফূর।

(১) যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য শাস্তি কমিয়েও দেয়া হবে না, এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আল ফাতির : ৩৬)

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ - وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ - لاَبَارِدٍوَّلاَكَرِيْمٍ -

উচ্চারণ : ফী সামূমিও ওয়া হামীমিন ওয়া যিল্লিম মিন ইয়াহমূম, লা বারিদিও ওয়া লা কারীম।

(২) তারা (জাহান্নামের অধিবাসীরা) লু-হাওয়া, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার মাঝে থাকবে। তা না ঠান্ডা না শাস্তিপ্রদ হবে। (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ : ৪২-৪৪)

اِنَّهُ مِنْ رَبَّهُ مُجْرِمًا فِانَّ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

উচ্চারণ: ইন্নাহূ মাই ইয়াতি রাব্বাহূ মুজারিমান ফাইন্না লাহূ জাহান্নামা লা ইয়ামূতু ফীহা ওয়া লা ইয়াহইয়া।

(৩) যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহান্নাম। সেথায় সে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা ত্বহা : ৭৪)

হাদীস

عَنْ اِبْي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) مَنء قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حتّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جُوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ غَلَبَ جُوْرُهُ عَدَلَهُ فَلَهُ النَّار -

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলামানের বিচারকের পর্দা প্রার্থনা করলো এবং পদ লাভের পর তার ন্যায় বিচার যুলুমের উপর বিজয়ী হলো, সে জান্নাতবাসী হবে, আর যদি ন্যায় বিচারের উপর যুলুম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)

قَالَ النَّبِيُّ (صلعم) وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبُ فَانَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلى الفُجُوْر - وَ اِنَّ الفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلى النَّار -

(২) মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাফরমানীর কাজের দিকে পচি্রচালিত করে। আর পাপ ও নাফরমানী মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

وَعَنْ عَئِشَة (رض) عَنْهَا اَنَّ النَّبِيُّ (صلعم) قَالَ الْحُمَّي مِنْ فِيْح جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بَالْمَاء -

amarboi.org

amarboi.org

(৩) হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যক্তিগত রিপোর্ট

কুরআন

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

উচ্চারণ: ইকরা কিতাবাকা কাফা বিনাফসিকাল ইয়াওমা আলাইকা হাসীবা।

(১) আপন কর্মকর্তা কর্মের রেকর্ড পড়! আজ তোমার হিসাব দেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (সূরা বণী ঈসরাইল : ১৪)

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ـ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ـ

উচ্চারণ: ইয যিয়াতালাক্কাল মুতালাক্কীয়ানি আনিল ইয়ামীনি ওয়া আনিশ শিমালি কাইদু, মা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ।

(২) দু'জন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সব কিছু রেকর্ড করে চলেছে। তাদের (মানুষ) মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না যা রেকর্ড করার জন্য একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে। (সূরা আল-কাফ্ব : ১৭-১৮)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ـ (مشكوة)

(১) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : পাঁচটি বিষয়ের আগে বিষয়ের প্রতি (সময় থাকতেই) গুরুত্ব প্রদান কর-

- বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের
- রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থের,
- দারিদ্র আসার আগে সচ্ছলতার,
- ব্যস্ত হয়ে যাবার আগে অবসর সময়ের,
- মৃত্যু আসার আগে জীবনের। (মেশকাত)

আত্মসমালোচনা

কুরআন

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُوْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ـ

উচ্চারণ: ইকতারাবা লিন্নাসি হিসাবুহুম ওয়া হুম ফী গাফলাতিম মু'রিদূন।

(১) মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘানিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া : ১)

amarboi.org

amarboi.org

وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

উচ্চারণ: ওয়া লাতুসআলুন্না আম্মা কুনতুম তালামূন।
(২) তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা নাহল : ৯৩)

اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা সারীউ'ল হিসাব।

(৩) নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৯)

وَاِنَّهُ لَذِكْرٌلَّكَ وَلِقَوْمِكَ - وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ -

উচ্চারণ: ওয়া ইন্নাহূ লাযিকরুলাকা ওয়া সাওফা তুসআলূন।

(৪) অবশ্যই এই কিতাব আপনার জন্যে এবং আপনার জাতির জন্যে অতি বড় মর্যাদার বিষয়। আর শীঘ্র আপনাদেরকে তার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা যুখরুফ : ৪৪)

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ - ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ -

উচ্চারণ: ইন্না ইলঅইনা ইয়াবাহুম, ছুম্মা ইন্না আ'লাইনা হিসাবাহুম।
(৫) সন্দেহ নেই তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অত:পর তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমারই কাজ। (সূরা গাশিয়া : ২৫-২৬)

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ -

উচ্চারণ: ফালানাসআলুন্নাল্লাযীনা উরসিলা ইলাইহিম ওয়া লানাসআলান্নাল মুরসালীন।

(৬) যাদের প্রতি রাসূল পাঠান হয়েছিল আমি তাদের অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং অবশ্যই নবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আরাফ : ৬)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هُوَاهُ وَ تَمَنَّى عَلَى اللهِ -

(১) আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম। (তিরমিযী)

www.amarboi.org

amarboi.org